যায়যায়দিন

তারিখ 30 JAN 2008 পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

Report

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বাংলাদেশ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীরা মুরগিকে ভ্যাকসিন দিচ্ছেন। ছবি : বি আহমেদ, আরডিআরএস, বাংলাদেশ

গত কয়েক দশক ধরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সারা দুনিয়া জুড়ে আলোচিত। বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অনেকে বয়স্ক শিক্ষা বা বয়স্ক সাক্ষরতার সমার্থক হিসেবে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে এটি সমার্থক নয়; বরং বয়স্ক শিক্ষা বা বয়স্ক সাক্ষরতা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি কার্যক্রম মাত্র। এমনকি ১৯৭৪ সালে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে 'অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা' শব্দটি দ্বারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে। তবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কখনোই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা নয়; বরং মানব সম্পদ উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি সহগামী উপাদান।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত কোনো কার্যক্রম নয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক ও সংগঠিত শিক্ষা কার্যক্রম। সুতরাং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্পষ্টতই পার্থক্য রয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটি নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। কোনো বিশেষ দলের বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গৃহীত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বহির্ভূত সংগঠিত শিক্ষা কার্যক্রমকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সতর্কতার সঙ্গে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংগঠিত ধারাবাহিক কার্যক্রম।
- বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়।
- এটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম।
- এ শিক্ষার কাঠামো নমনীয়।
- এ শিক্ষা জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে।
- এখানে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও ক্ষমতা, চাহিদা এবং পছন্দ ও অপছন্দের প্রাধান্য থাকে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের অনন্য উপায়; কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবধর্মী না হলে এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সর্বজনীন ও সহজলভ্য না হলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। নিম্নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হলো–

- সাক্ষরতা কার্যক্রমের মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়তা দান।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের আয় বাড়ানো এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যুব কৃষকদের ক্লাব-সংগঠন, কৃষক সমবায় গঠন, কৃষক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পল্লী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গ্রাম্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- কর্মমুখী শিক্ষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা।
- সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা সৃষ্টি করা, সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করানো।
- আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ।

যাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

- যারা কখনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি তাদের জন্য সাক্ষরতা এবং বয়স উপযোগী কর্ম ভিত্তিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন স্তরের স্কুলত্যাগী দলকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে তোলা।
- বিভিন্ন পেশা ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি, যাদের কর্মে দক্ষতা বাড়িয়ে এবং সমকালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল হতে সাহায্য করে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়গুলো

শিক্ষার্থীর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রকৃতি সম্পর্কিত, পরিবার পরিচালনা, সচেতনতা সৃষ্টি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠন, মূল্যবোধ জাগ্রত করা, কল্যাণ গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়গুলো হলো সাক্ষরতা, গণশিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা, শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ, সবজি চাষ, ফলের চাষ, খাদ্য পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান, হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য চাষ, পশু পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, গৃহ নির্মাণ, দালানের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, পাটের কাজ, প্লাস্টিকের কাজ, চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্পের কাজ, সাইকেল-রিকশা-গাড়ি মেরামতের কাজ, কাপড় ছাপার কাজ, বেকারির কাজ, নার্সিং ও সেবামূলক কাজ, রান্না ও পারিবারিক কাজ, পোশাক তৈরির কাজ এবং প্রকৃতি, পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবহার।

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আজ আর নতুন কিছু নয়। আমরা আজ অনেকেই এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা চাহিদা ভিত্তিক ও প্রয়োগধর্মী। এ শিক্ষা স্বল্পদৈর্ঘ্য থেকে প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘ মেয়াদিও বটে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেশ-কাল ও টার্গেট গ্রুপের হিসেবে ভিন্ন ধর্মী। আমাদের দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছে।

যাদের সহযোগিতায় চলছে এ শিক্ষা কার্যক্রম

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রয়াসে সরকার এবং বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) কাজ করে যাচ্ছে। যেমন– সরকারিভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারিভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি অধিদফতর, পশু পালন ও মৎস্য অধিদফতর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর, সমাজসেবা অধিদফতর, স্বাস্থ্য অধিদফতর, পরিবার পরিকল্পনা, ইসলামী ফাউন্ডেশন এবং এ ধরনের বহু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়নে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে সমাজসেবক, রাজনৈতিক দল, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ শিক্ষার প্রসারে, সেমিনার ও কর্মশিবিরের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ এবং থানা প্রশাসন জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। জনগণের প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করছে।

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিহাস বৃটিশ উপনিবেশ আমল থেকে চিহ্নিত করা যায়। ১৯১৭-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দান করা হতো। এ সময় অর্থাৎ এ শতকের গোড়ায় অবিভক্ত বঙ্গে ৯২৬টি নৈশ বিদ্যালয় ও ১৪০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। ১৮৮২ সালে স্যার উইলিয়াম হান্টারের রিপোর্টে নৈশ বিদ্যালয় ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল 'একজন প্রতিজন'।

- পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭০) ১৯৫৩ সালের দিকে V-AID (Village Agricultural and Industrial Development) কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) সরকারি পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৫৬ সালে রিটায়ার্ড CS অফিসার এইচজিএস বিভার ব্যক্তিগতভাবে ঢাকায় একটি সাক্ষরতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'ছয় মাসে সকলের জন্য শিক্ষা' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। তার মৃত্যুতে এ মহৎ উদ্যোগের পরিসমাপ্তি ঘটে।
- ১৯৬০-এর দশকে আবার কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি সংক্ষেপে BARD (Bangladesh Academy for Rural Development)-এর তৎকালীন পরিচালক আকতার হামিদ খানের উদ্যোগে পুনরায় V-AID কার্যক্রম চালু হয়। কিন্তু তা বেশিদিন